Web Push by feedify

NB News Bangla24.com

0:36

১৪ বছরের রুশোর এমআইটি, হার্ভার্ড, স্টামফোর্ডের সনদ

মুস্তফা মনওয়ার সুজন, ঢাকা ২০ জুন, ২০২২ ২০:০৪

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম গ্রেডের শিক্ষার্থী মাহির আলী রুশো। ছবি: সংগৃহীত

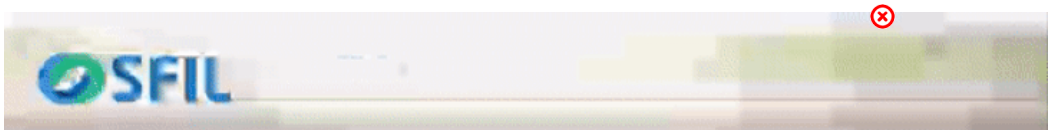

Web Push by feedify

রাজধানীর মনিপুর হাইস্কুলের নবম গ্রেডের শিক্ষার্থী রুশো। রুশোর এমন সব আগ্রহ দেখে উচ্ছ্বসিত তার বাবা-মা, স্কুলের শিক্ষকরা। তারা চান, রুশোর প্রতিভার আরও বিকাশ হোক দেশ থেকে সারা বিশ্বে।

বয়স মাত্র ১৪। এই বয়সেই জটিল সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে রুশো। সমাধান করছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সব অঙ্ক ও বিজ্ঞানের নানা সূত্র। এই কিশোরের পুরো নাম মাহির আলি রুশো।

বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এখন পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি কোর্স করে সনদ অর্জন করেছে রুশো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি অন্যতম।

রাজধানীর মনিপুর হাইস্কুলের নবম গ্রেডের শিক্ষার্থী রুশো। রুশোর এমন সব আগ্রহ দেখে উচ্ছ্বসিত তার বাবা-মা, স্কুলের শিক্ষকরা। তারা চান, রুশোর প্রতিভার আরও বিকাশ হোক দেশ থেকে সারা বিশ্বে।

রুশোর বাবা-মা দুজনেই চিকিৎসক। ছেলের ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান আর গণিতের প্রতি ঝোঁক দেখে কিছুটা অবাক হয়েছেন। প্রথম দিকে নিজেরাও বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু যখন দেখলেন, একের পর এক জটিল এবং উচ্চপর্যায়ের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করছেন, তখন তারা ছেলের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে তার হাতে তুলে দিতে থাকেন বইপত্র। তারা চান, ছেলে যা করছে, সেটা করুক একদম জেনে-বুঝে, মানে জানাশোনায় যেন কোনো ফাঁকফোকর না থাকে।

তার বাবা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘সে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে, তখন থেকেই তার বিজ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। সে সময় আমার একটা ল্যাপটপ ছিল, সেটাও খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু একটা পর্যায়ে আমি খেয়াল করি, সে আমার ল্যাটপটে ভিডিও দেখছে। এসব ভিডিও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথের ভিডিও। আর সবগুলোই তার চেয়ে অনেক আপার লেভেলের।’

তিনি বলেন, ‘এরপর আমি একদিন তাকে ডেকে নিয়ে বলি, বাবা তুমি যেসব ভিডিও দেখো সেসব কি তুমি বুঝো, নাকি শুধু দেখো? তার উত্তর ছিল- বাবা আমি এসবই বুঝি।

‘তারপর তার সঙ্গে কয়েকদিন আমি নিয়মিত কথা বলি। দেখলাম আসলেই সে বোঝে।’

সে সময় রুশো তার বাবা-মায়ের কাছে একটি আবদার করে বসে। সে প্রতিদিন অন্তত দুই ঘণ্টা ইউটিউবে ভিডিও দেখতে চায়। প্রথমে বাবা-মা এতো সময় ভিডিও দেখায় কিছুটা আপত্তি করলেও পরে শর্ত দেয় যে, প্রতিদিনের পড়াটুকু ঠিকভাবে সেরে সকালে এক ঘণ্টা এবং রাতে এক ঘণ্টা করে ইউটিউব দেখতে পারবে।

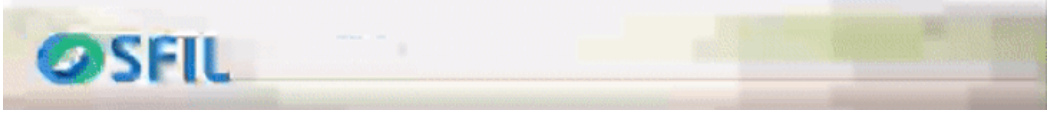

Web Push by feedify

তাতেই রাজি হয় রুশো। মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘তার বয়স যখন ১১ বছর, তখন সে ক্যালকুলাস এবং জ্যামিতি বিভিন্ন সমাধান রপ্ত করে ফেলে। ১২ বছর বয়সে কলেজ পর্যায়ের গণিত ও ফিজিক্স অনায়াসে করতে পারতো।’

এই জানাশোনার বিষয়টা আরও বেড়ে যায় করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময় স্কুল বন্ধ হলে। তখন অনেক বেশি সময় রুশো বিজ্ঞানের এসব বিষয়ে জানতে ব্যয় করতে থাকে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে সে অনলাইনে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত, ক্যালকুলাস, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বিষয়ে অসংখ্য অনলাইন কোর্সে অংশ নেয়।

তার মধ্যেই অনলাইনে ‘সেন্ট জোসেফ ন্যাশনাল পাই অলিম্পিয়াড’ সম্পর্কে জানতে পেরে এতে অংশ নেয় রুশো এবং হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন।

পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনলাইন কোর্সে অংশ নিতে থাকে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এখন পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করেছে রুশো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ অন্যতম।

রুশোর মা চিকিৎসক রুমা আক্তার বলেন, ‘তাকে অনেক ছোটবেলা থেকেই দেখেছি পড়ালেখার প্রতি ভীষণ ঝোঁক। আমার জন্য যখন কোনো বই কিনেছি, তখন তার জন্যও আমি কিনেছি বই। আসলে সন্তানকে বুঝতে হবে। সে কি চায় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক সময় তার চাওয়ার থেকে আমাদের চাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিই, যা তাদের বিকাশকে বাধা দেয়।’

কিশোর মাহির আলি রুশো তার অর্জনে গর্বিত। তার কাছে মনে হয়, সায়েন্স আসলে ভয়েস অফ গড, যার নেতৃত্বে থাকে ফিজিক্স। আর এর মূলে রয়েছে ম্যাথ। যা জানার কোনো বিকল্প নেই।

রুশো জানায়, সে আসলে কোনো কিছু কীভাবে, কেমন করে হচ্ছে সেটা জানতে চেয়েছে। আর এর জন্য অবশ্য পড়োশোনা করা এবং জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

রুশো বলে, ‘কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। নিজে থেকে শিখতে হয়। আমাদের সবসময় অ্যাকাডেমিক বইয়ের বাইরে পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। কেননা আমরা নিজের বই তো পড়বোই, তার বাইরে সেটা কেন হচ্ছে সেটা জানতে অন্য বইও পড়ব। আমরা আসলে যা পড়ি সেটা খুব শর্টকাট। সেখানে গভীরভাবে কোনো কিছু দেখানো হয় না। তাই সেটা জানতে হলে পড়াশোনার বিকল্প নেই।’

বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অর্জন

রুশো দেশ এবং দেশের বাইরের অসংখ্য প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ওপেন কনটেস্ট অলিম্পিয়াডে রুশো প্রতিযোগিতা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারদের সঙ্গে।

বাংলাদেশ ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াড, বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, জামাল নাল কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড চ্যাম্পিয়ন এবং জামাল নাক্রল জ্যোতির্বিদ্যা উৎসব, ন্যাশনাল সাইবার অলিম্পিয়াড, বাংলাদেশ জ্যোতির্বিদ্যা অলিম্পিয়াডসহ অসংখ্য প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিকভাবে বিজয়ী হয়েছে রুশো।

এ ছাড়া বাংলাদেশ আইকিউ অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন এবং ভারতের সিপিএস অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান সংগঠন থেকে গুগল-আইটি অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন পদক পেয়েছে।

এ ছাড়াও রুশো জিতেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অলিপিয়াড ও প্রতিযোগিতা। রুশোর অর্জন সম্পর্কে জানা যাবে https://rusho.org/ এই ঠিকানায়।

আরও পড়ুন:
- পশ্চিমে ইসলামফোবিয়ার পর এবার ‘রুশোফোবিয়া’

ট্যাগ: রুশো

SFIL

Web Push by feedify

মন্তব্য

0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

সর্বশেষ সংবাদ

- উজান-ভাটি দু'দিক থেকেই পানি ঢুকছে হবিগঞ্জে
- বন্যা এলাকায় বিকল্প পদ্ধতিতে পরিশোধ সেবার নির্দেশ
- নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে সক্রিয় সরকার, দাবি প্রতিমন্ত্রীর
- বন্যায় সিলেট-সুনামগঞ্জে কত মৃত্যু?
- ক্ষমতার দাপটে সেতু নির্মাণে গাছের গুঁড়ি, অতঃপর ধস
- গম আমদানিতে জি-টু-জির প্রস্তাব বাংলাদেশের
- আবারও ই-ক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার, সাধারণ সম্পাদক তমাল

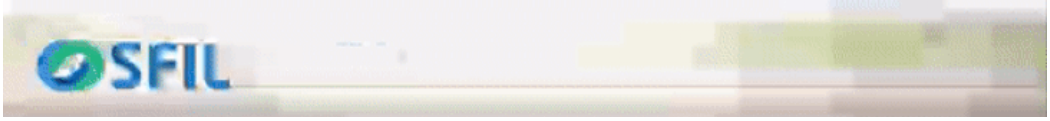

Web Push by feedify

সর্বাধিক পঠিত সংবাদ

- ব্যবসা সহজ নাকি কঠিন হলো
- সিলেটের পানি নামার পথেই নয় হাওরের সেই সড়ক
- মহানবীকে কটূক্তির অভিযোগে কলেজছাত্রী আটক, থানায় হামলা
- নৌকায় কুকুরের সঙ্গে বানরের লড়াই পুরোটাই অভিনয়
- পটুয়াখালীতে হাতপাখার উত্থানের নেপথ্যে কী
- সর্বজনীন পেনশনে মন্ত্রিসভার সায়
- বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ের আগুন নিয়ন্ত্রণে

তারুণ্য Tick tock ten minute school together with digital learning

ডিজিটাল লার্নিং নিয়ে একসঙ্গে টিকটক-টেন মিনিট স্কুল

ইমরান হোসেন মিলন, ঢাকা ২০ জুন, ২০২২ ১৯:০৯

SFIL

Web Push by feedify

> টিকটক এই অঞ্চলে শিক্ষার বিষয়টি আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে এবং সবার জন্য শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি ও সহজলভ্য করতে হ্যাশট্যাগ #এডুটক উন্মোচন করছে।

শর্ট ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটক বাংলাদেশে তাদের #এডুটক বা শিক্ষাভিত্তিক অনলাইন ক্যাম্পেইন চালুর ঘোষণা দিয়েছে। ক্যাম্পেইনটি শুরু হচ্ছে দেশের অনলাইন শিক্ষাভিত্তিক শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম টেন মিনিট স্কুলের সঙ্গে। ট

#একশোতেএকশো (#EkshoTeEksho) শিরোনামে ওই ক্যাম্পেইনটিতে মাসজুড়ে দেশের জনপ্রিয় #এডুটক ক্রিয়েটররা বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে শিক্ষাভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি ও পাবলিশ করবেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে টিকটক জানায়, তারা এই অঞ্চলে শিক্ষার বিষয়টি আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে এবং সবার জন্য শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি ও সহজলভ্য করতে হ্যাশট্যাগ #এডুটক উন্মোচন করছে।

এখন পর্যন্ত শত কোটি ভিউ অর্জনের পর #এডুটক এর ক্রিয়েটরদের কাছ থেকে শেখা এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এখানে একাডেমিক কনটেন্ট কিংবা কারিগরি দক্ষতা যেমন পাবলিক স্পিকিং, বিতর্ক, লেখার দক্ষতা যেমন পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি এবং এডিটিংয়ের মতো দক্ষতাও শেখানোর মত কনটেন্ট থাকতে পারে।

এর বাইরেও কনটেন্ট ক্যাটেগরি যেমন- অঙ্কন, অরিগামি, রুবিকস কিউব সমাধান, সংগীত এবং আরও অনেক কিছু থাকতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদেরকে এই চ্যালেঞ্জের জন্য কনটেন্ট তৈরীর আমন্ত্রন জানানো হবে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে। টিকটক ব্যবহারকারীরা #একশোতেএকশো ফলো করে প্রতিদিন শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেখার পাশাপাশি নতুন অনেক দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

বাংলাদেশে #একশোতেএকশো ক্যাম্পেইন প্রথম এমন কোনো ক্যাম্পেইন, যেখানে দেশের বেশ কিছু জনপ্রিয় শিক্ষামূলক কনটেন্ট নির্মাতা যেমন আয়মান সাদিক, মুনজেরিন শহিদ, এনায়েত চৌধুরী, খালিদ ফারহান এবং অন্যরা অংশ নিচ্ছেন। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য সারা বাংলাদেশের তরুণদের জন্য খুব সহজেই শিক্ষামূলক কনটেন্ট পৌঁছে

SFIL

Web Push by feedify

টেন মিনিট স্কুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক বলেন, 'শিক্ষামূলক কনটেন্ট মজাদার এবং সবার জন্য সহজ টিকটক ডিজিটাল লার্নিংয়ের জন্য একটা মান দাঁড় করিয়েছে। #একশোতেএকশো ক্যাম্পেইন দিয়ে আমরা একে অপরের সঙ্গে কাজ করার একটা ভালো সুয়োগ পেয়েছি এবং আমরা বিশ্বাস করি, একসঙ্গে কাজ করে আমরা দুর্দান্ত কিছু অর্জন করতে পারব। টেন মিনিট স্কুল এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে খুব আননন্দিত, আমরা মনে করি এই কাজের জন্য টিকটক একটি অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম।'

শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে ডিজিটালাইজড করার এই কাজে টিকটক এবং টেন মিনিট স্কুলের এই অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানাই। টেন মিনিট স্কুলের উচ্চ মানের একাডেমিক কনটেন্ট টিকটক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সবার কাঝে সহজে পৌঁছে যাবে, ফলে দেশের লাখ লাখ তরুণ জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।'

একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সৃজনশীল কাজকর্ম ও আনন্দ সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে টিকটক। সে সঙ্গে টিকটক ব্যবহারকারীদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে জন্য তাদের ডিভাইস থেকে নতুন উদ্ভাবনী ক্যাম্পেইন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে দ্রুতই বেড়ে চলেছে টিকটক ব্যবহারকারী, ফলে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এডুটেক উদ্যোগগুলো প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে তাদের ফ্যানদের সঙ্গে সংযুক্ততা বাড়াচ্ছে।

টিকটক শুধু বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে না, বরং একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে শিক্ষা খাতকে নতুনভাবে তুলে ধরছে, যাতে সবাই তাদের মেধা তুলে ধরছে, তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে কাজ করছে বলেও জানায় বিজ্ঞপ্তিতে।

আরও পড়ুন:
- টিকটকে হিট আলভি আল বেরুনীর 'রূপের জাদু'
- টিকটকে কত সময় কাটাবেন সে নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই
- 'টিকটক করায়' শিক্ষার্থী বহিষ্কার, স্কুল ভাঙচুর
- পদ্মা সেতু নিয়ে টিকটক, গ্রেপ্তার যুবক
- ভারতে তরুণীকে নির্যাতন: 'টিকটক' হৃদয়সহ ৭ বাংলাদেশির যাবজ্জীবন

মন্তব্য

0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

SFIL

Web Push by feedify

তারুণ্য ▸ President orders to stop corruption and nepotism in universities

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি বন্ধের নির্দেশ রাষ্ট্রপতির

রাহুল শর্মা, ঢাকা ১৯ জুন, ২০২২ ২২:২৩

বঙ্গভবনে রোববার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেখা করেন। ছবি: বাসস

SFIL

Web Push by feedify

> ‘আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাহিদাভিত্তিক নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

তিনি বলেন, ‘আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাহিদাভিত্তিক নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।’

বঙ্গভবনে রোববার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেখা করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন।

গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে বলে মনে করেন রাষ্ট্রপতি।

উপাচার্যদের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।

গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ায় উপাচার্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি অনেকটাই কমেছে।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্যরা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়সহ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে জানান।

এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন:
- শুরু হচ্ছে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ পরিবর্তন নিয়ে হাইকোর্টের রুল

মন্তব্য

0 Comments So

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

SFIL

Web Push by feedify

তারুণ্য ▸ Excluding Gujarat riots and Mughal history in Indian textbooks

ভারতে পাঠ্যবই থেকে মোগল ইতিহাস-গুজরাট দাঙ্গা উধাও

সারোয়ার প্রতীক, ডেস্ক ১৯ জুন, ২০২২ ২১:০৭

SFIL

Web Push by feedify

মোগল ইতিহাস থাকছে না ভারতের পাঠ্যসূচিতে। ছবি: সংগৃহীত

> ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়, ‘গুজরাট দাঙ্গা দেখায় যে সরকারি যন্ত্রও সাম্প্রদায়িক আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গুজরাট দাঙ্গা। এটা গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য হুমকি। এ ছাড়া ‘কিংস অ্যান্ড ক্রনিকলস: দ্য মুঘল কোর্টস (সি. সিক্সটিন-সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরিজ)’ শিরোনামের গোটা অধ্যায়ও দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের বই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ভারতের পাঠ্যসূচিতে বড় পরিবর্তন এনেছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এনসিইআরটি। বই থেকে গুজরাট দাঙ্গার পাশাপাশি মোগল ইতিহাসের অধ্যায় মুছে ফেলা হয়েছে।

করোনা মহামারির পর শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমাতে এ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের শিক্ষা বোর্ড। তারা বলছে, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা, ভারতে মোগল শাসন এবং ১৯৭৫ সালে জারি করা দেশজুড়ে জরুরি অবস্থার মতো কয়েকটি বিষয়বস্তু এনসিইআরটির বই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এনসিইআরটি বলছে, “সংশোধনটি ‘বইয়ের বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতার’ অংশ। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

“কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর বিষয়বস্তুর চাপ কমানো অপরিহার্য। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০, বিষয়বস্তুর চাপ কমাতে এবং সৃজনশীল মানসিকতার সঙ্গে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের ওপর জোর দেয়।”

নতুন সিদ্ধান্তের ফলে দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বইয়ের ‘ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রতিক উন্নয়ন’ অধ্যায়ের গুজরাট দাঙ্গার রেফারেন্সটি মুছে ফেলা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়, ‘গুজরাট দাঙ্গা দেখায় যে সরকারি যন্ত্রও সাম্প্রদায়িক আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে গুজরাট দাঙ্গা। এটা

SFIL

Web Push by feedify

‘কিংস অ্যান্ড ক্রনিকলস: দ্য মুঘল কোর্টস (সি. সিক্সটিন-সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরিজ)’ শিরোনামের গোটা অধ্যায়ও শ্রেণির ইতিহাসের বই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ভারত সরকারের হিসাবে গুজরাট দাঙ্গায় অন্তত ১ হাজার ৪৪ জন নিহত, ২২৩ জন নিখোঁজ এবং ২ হাজার ৫০০ মানুষ আহত হন। ছবি: সংগৃহীত

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই থেকে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা এবং ‘জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত বিতর্ক’-এর চারটি পৃষ্ঠাও বাদ দেয়া হয়েছে।

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে সরানো অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে শীতল যুদ্ধ এবং ‘বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার আধিপত্য’র কিছু অংশ।

একাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যবই থেকে ‘কেন্দ্রীয় ইসলামিক ভূমি’ শিরোনামের একটি অধ্যায় এবং ‘শিল্প বিপ্লব’ নামে আরেকটি অধ্যায় বাদ দেয়া হয়েছে।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ২০২২-২৩ পাঠ্যক্রমের দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বই থেকে ফয়েজের দুটি কবিতার উদ্ধৃতি মুছে ফেলার দুই মাস পর এই সংশোধন এলো।

আরও পড়ুন:

- নূপুর শর্মা ইস্যুতে আটক মুসলিমদের মারধর ভারতীয় পুলিশের
- সেনা নিয়োগে নতুন নিয়মের প্রতিবাদে উত্তাল ভারত
- সাউথ আফ্রিকা দল থেকে ছিটকে গেলেন মারক্রাম
- কে হবেন ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে জোটবদ্ধ বিরোধীরা

মন্তব্য

SFIL

0 Comments So

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Web Push by feedify

তৃতীয় গ্রেড পেলেন ৯৫ অধ্যক্ষ

রাহুল শর্মা, ঢাকা ১৯ জুন, ২০২২ ১৬:১৬

SFIL

Web Push by feedify

> শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের বলেন, ‘আজ প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ৯৫টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদকে চতুর্থ গ্রেড থেকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।’

চতুর্থ গ্রেড থেকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হয়েছে ৯৫টি সরকারি কলেজে অধ্যক্ষের পদ। আগে শিক্ষা ক্যাডারে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হওয়ার সুযোগ ছিল না। রোববার প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় এসব পদের অনুমোদন দেয়া হয়।

রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘আজ প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ৯৫টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদকে চতুর্থ গ্রেড থেকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।’

গত ২৫ এপ্রিল বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদ ও বেতন গ্রেডে পিছিয়ে থাকায় আক্ষেপ করেছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।

তিনি বলেছিলেন, ‘আমার কয়েকজন সরাসরি ছাত্র এখন যুগ্ম সচিব হয়ে গেছে। অতিরিক্ত সচিবরা আমাদের জুনিয়র। কিন্তু আমরা চতুর্থ গ্রেডের কর্মকর্তাই আছি। মাউশির মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১-এর পদ। কিন্তু এটা এমন একটি জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আকাশের দিকে তাকালে... কিন্তু সিঁড়ি নেই। সেই সিঁড়ি সৃষ্টির পেছনেও বিভিন্ন রকমের দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন— এসবের কোয়ারি।’

জানা গেছে, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপকের বিদ্যমান পদটি চতুর্থ গ্রেডের এবং সিলেকশন গ্রেডের মাধ্যমে তৃতীয় গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে অনার্স এবং অনার্স-মাস্টার্স কলেজের বিভাগীয় প্রধানের পদটিও চতুর্থ গ্রেডের অধ্যাপক পদমর্যাদার, আবার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদটিও চতুর্থ গ্রেডের অধ্যাপক পদমর্যাদার। তাই প্রশাসনিক ভারসাম্য আনা ও শৃঙ্খলার স্বার্থে বিভাগীয় শহরের ৯টি কলেজ ও অন্যান্য

SFIL

অনুযায়ী চতুর্থ গ্রেড

Web Push by feedify

কলেজগুলো হলো বিভাগীয় ৯টি কলেজের মধ্যে রয়েছে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, আনন্দ মোহন কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, এমসি কলেজ, রাজশাহী কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, সরকারি বিএল কলেজ ও সরকারি বিএম কলেজ।

জেলা পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, তোলারাম কলেজ, দেবেন্দ্র কলেজ, হরগঙ্গা কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম, টঙ্গী সরকারি কলেজ, নরসিংদী কলেজ, শহীদ আসাদ কলেজ, রাজবাড়ী কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, সারদা সুন্দরী, বঙ্গবন্ধু কলেজ, শরীয়তপুর কলেজ, নাজিমউদ্দিন কলেজ, গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ মহিলা, মুমিনুন্নেসা কলেজ, নেত্রকোনা কলেজ, আশেক মাহমুদ কলেজ, শেরপুর কলেজ, সা'দত কলেজ, এমএম আলী কলেজ, কুমুদিনী কলেজ।

এ ছাড়া বরিশাল মহিলা, সৈয়দ হাতেম আলী, সোহরাওয়ার্দী কলেজ (পিরোজপুর), ভোলা কলেজ, পটুয়াখালী কলেজ, রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, নবাবগঞ্জ কলেজ, নওগাঁ কলেজ, সাপাহার কলেজ, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজ, আযীযুল হক কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, ঈশ্বরদী কলেজ, শহীদ বুলবুল কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, আকবর আলী কলেজ, রংপুর কলেজ, গাইবান্ধা কলেজ, কুড়িগ্রাম কলেজ, নীলফামারী কলেজ, লালমনিরহাট কলেজ, দিনাজপুর কলেজ, ঠাকুরগাঁও কলেজ, খুলনা কলেজ, সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, পাইওনিয়ার আদর্শ কলেজ, যশোর সিটি কলেজ, কেসি কলেজ।

এর বাইরে রয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ (মাগুরা) কুষ্টিয়া কলেজ, চুয়াডাঙ্গা কলেজ, সাতক্ষীরা কলেজ, সাতক্ষীরা মহিলা কলেজ, পিসি কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ (চট্টগ্রাম), চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, পটিয়া কলেজ, কক্সবাজার কলেজ, রাঙামাটি কলেজ, খাগড়াছড়ি কলেজ, বান্দরবান কলেজ, নোয়াখালী কলেজ, ফেনী কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, চাঁদপুর কলেজ, লক্ষ্মীপুর কলেজ, বৃন্দাবন কলেজ, মৌলভীবাজার কলেজ ও সুনামগঞ্জ কলেজ।

আরও পড়ুন:
- প্রধান শিক্ষা প্রকৌশলী হলেন শাহ্ নইমুল কাদের
- প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৭ কোটি টাকা

মন্তব্য

0 Comments So

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

SFIL

Web Push by feedify

তারুণ্য ▸ Recruitment promotion stuck in education engineering

শিক্ষা প্রকৌশলে কোন্দল, আটকে নিয়োগ-পদোন্নতি

রাহুল শর্মা, ঢাকা ১৭ জুন, ২০২২ ০৮:১৫

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরস্পরবিরোধী অভিযোগ এবং নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ বিধি না মানায় আটকে গেছে নিয়োগ কার্যক্রম। ফাইল ছবি

SFIL

Web Push by feedify

করা হয়েছে বিভাগীয় পদোন্নতি (ডিপিসি) কমিটির সভাও।

বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) কর্মকর্তারা। তাদের পরস্পরবিরোধী অভিযোগ এবং নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ বিধি অনুসরণ না করায় আটকে গেছে ১ হাজার ৪৫৬ পদে চলমান নিয়োগ কার্যক্রম।

এসব পদের মধ্যে ১ হাজার ২৬৫টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বাকি পদগুলো সংরক্ষিত পদ, যা চলমান নিয়োগের সঙ্গে পূরণের কথা। কিন্তু দুই পক্ষের (প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা) অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও নিয়োগবিধি যথাযথ অনুসরণ না করায় পুরো নিয়োগ কার্যক্রমই আটকে গেছে। একই কারণে হঠাৎ করে স্থগিত করা হয়েছে বিভাগীয় পদোন্নতি (ডিপিসি) কমিটির সভাও।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা এসব তথ্য জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক নির্বাহী প্রকৌশলী নিউজবাংলাকে জানান, চলমান নিয়োগ কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না হওয়ায় এবং নিয়োগবিধি যথাযথ অনুসরণ না করায় ক্ষুব্ধ হন শিক্ষাসচিব মো. আবু বকর ছিদ্দীক। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ মে তিনি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিদর্শনে এসে মৌখিকভাবে সব ধরনের নিয়োগ-পদোন্নতি কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দেন।

ওই প্রকৌশলী বলেন, ‘শিক্ষাসচিব মহোদয় মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন চলমান নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা এবং বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভা স্থগিত রাখতে। যদিও এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো অফিস আদেশ দেয়নি।’

তিনি আরও বলেন, ‘নিয়োগ কার্যক্রমে নানা অনিয়ম হয়েছে এমন অভিযোগ করেছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, যদিও তা মানতে নারাজ নিয়োগ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তারা। এ অভিযোগগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে বিভাগীয় পদোন্নতিতেও। এর জেরে হঠাৎই স্থগিত করা হয়েছে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) সভাও।’

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনগুলোর সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ করে থাকে। এ ছাড়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি সুবিধা সরবরাহের কাজও তারা করে।

নিয়োগবিধি অনুসরণ না করার অভিযোগ

অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ হাজার ৪৫৬ পদের নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি-২০২১ অনুসরণ করা হয়নি।

বেশ কিছু পদে ৯০ মিনিটের সময়সীমায় লিখিত পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিতে। ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট যুগ্মসচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহানের সই করা বিধিটি প্রকাশ করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছয় ধাপে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার কোনোটিই ৯০ মিনিটে নেয়া হয়নি। নেয়া হয়েছে ৬০ মিনিটে, যা নিয়োগবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইইডির এক কর্মকর্তা নিউজবাংলাকে বলেন, ‘নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সভাপতির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অদক্ষতার কারণে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি নিয়োগবিধি। তিনি খেয়ালখুশিমতো একক কর্তৃত্বে সবকিছু করেছেন।’

অভিযোগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ইইডির বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সভাপতি ও পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) রাহেদ হোসেন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে (নিয়োগবিধি অনুসরণ করা) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। আর সবকিছুই করা হয়েছে নিয়োগ বোর্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে।’

SFIL হয়তো নয়, আমার

Web Push by feedify

অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকট ইইডিতে

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলমান নিয়োগ কার্যক্রমে নানা অনিয়ম হয়েছে- এমন অভিযোগ তুলে গত ৭ এপ্রিল শিক্ষাসচিব বরাবর চিঠি দেয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি। চিঠিতে বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির বিরুদ্ধে নিয়োগসংক্রান্ত নানা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান গত ৬ এপ্রিল সভাপতি বরাবর পদত্যাগের চিঠি দেন। যদিও সেই চিঠি গ্রহণ করা হয়নি। মূলত এ ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়ার বিষয়টি সামনে আসে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।’

হঠাৎ কেন মুখোমুখি অবস্থান নিল দুই পক্ষ– এমন প্রশ্নে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা নিউজবাংলাকে বলেন, ‘দুই নির্বাহী প্রকৌশলী ইইডিতে নিজস্ব বলয় গড়ে তুলেছেন। তাদের ইন্ধনেই মূলত সাম্প্রতিক সময়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন দুই পক্ষ। তারা নিজেদের সরকারের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দেন।’

জানা যায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের লোকবল নিয়োগ দিতে দুই দফায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এর একটি ২০১৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ১১ ধরনের পদে মোট ৭১ জনকে নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়। আর ২০২০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ১২ ধরনের পদে ১ হাজার ২৬৫ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।

এরপর গত বছরের ২৯ অক্টোবর, ৫ নভেম্বর, ১২ নভেম্বর, ১৯ নভেম্বর, ২৬ নভেম্বর ও ৩ ডিসেম্বর মোট ছয় ধাপে এসব পদে নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় গত ২৪ মার্চ। এরপর কিছু পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে এর ফলও প্রকাশ করা হয়।

আর বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয় ২৯ মার্চ। এখন শুধু বাকি রয়েছে অফিস সহায়ক পদের মৌখিক পরীক্ষা। কিন্তু এরই মধ্যে শিক্ষাসচিবের মৌখিক নির্দেশে আটকে গেছে নিয়োগ কার্যক্রম।

এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার শিক্ষাসচিব মো. আবু বকর ছিদ্দীক ও ইইডির প্রধান প্রকৌশলী শাহ্ নইমুল কাদেরকে ফোন ও এসএমএস করা হলেও তারা সাড়া দেননি।

আরও পড়ুন:
- স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিসহ ৬ জনের বিচার শুরু
- নাসির উদ্দীনের চিঠির উত্তর ২ মাসেও দিলেন না লাকী
- করোনা টেস্ট-কিট কেলেঙ্কারি, ভিয়েতনামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার
- প্রাথমিকে নিয়োগ: চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয় ধাপের ফল
- শামীম ইস্কান্দারের দুর্নীতির মামলার আদেশ ১২ জুন

মন্তব্য

SFIL

0 Comments So

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Web Push by feedify

বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা সুপারকে কান ধরে ওঠবস

দেবাশীষ দেবু, সিলেট ১৬ জুন, ২০২২ ১৭:৩৯

SFIL

Web Push by feedify

ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসার সুপার আব্দুল কাদিরকে কান ধরে উঠবস করানো হয়েছে। ছবি: নিউজবাংলা

> মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, গত শনিবার আব্দুল কাদির হিফজ বিভাগের এক আবাসিক ছাত্রকে বলাৎকার করেন। ১১ বছরের ওই শিশু বিষয়টি পরিবারকে জানালে তারা মাদ্রাসা কমিটির কাছে অভিযোগ করেন। সেই সঙ্গে শিশুটিকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সিলেটের ওসমানীনগরে এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসার সুপারকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে।

ওসমানীনগরের নুরপুর হাফিজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় সালিশ ডেকে গত রোববার আব্দুল কাদিরকে এ শাস্তি দেয় মাদ্রাসা কমিটি ও স্থানীয় লোকজন।

আব্দুল কাদিরের বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লস্তীর মাটি গ্রামে। কান ধরে ওঠবস করানোর পাশাপাশি তাকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করে মুচলেকা নেয়া হয় এবং বরখাস্ত করা হয় মাদ্রাসা সুপারের পদ থেকে।

সম্প্রতি তাকে কান ধরে ৩০ বার ওঠবস করানোর ভিডিওটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, গত শনিবার আব্দুল কাদির হিফজ বিভাগের এক আবাসিক ছাত্রকে বলাৎকার করেন। ১১ বছরের ওই শিশু বিষয়টি পরিবারকে জানালে তারা মাদ্রাসা কমিটির কাছে অভিযোগ করেন। সেই সঙ্গে শিশুটিকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মাদ্রাসা কমিটি স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে রোববার সালিশ ডাকে। সালিশে তাকে কান ধরে ওঠবস করানো হয় ও শিশুটির চিকিৎসার খরচের জন্য ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি আপ্তাব আলী নিউজবাংলাকে বলেন, ‘সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুচলেকা নিয়ে আব্দুল কাদিরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সালিশের পর তিনি মাদ্রাসা ছেড়ে চলে গেছেন।’

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আব্দুল কাদিরকে একাধিকবার কল দেয়া হলেও তিনি ধরেননি।

কয়েকজন শিক্ষকের অভিযোগ, পুলিশ বিষয়টি জেনেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

SFIL

Web Push by feedify

এ বিষয়ে ওসমানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম মাঈন উদ্দিন বলেন, ‘রোববার রাতে বলাৎকার পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসায় পুলিশ পাঠাই। সেখানে ওই শিক্ষক বা ছাত্র কাউকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।’

আরও পড়ুন:
- বলাৎকারের মামলায় এসএসসি পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার
- শিশুকে বলাৎকারের মামলায় মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার
- থানা কম্পাউন্ডে শিশুকে ‘বলাৎকার’, ঝাড়ুদার কারাগারে
- শিশুকে ‘বলাৎকার’: মাদ্রাসা শিক্ষক পলাতক
- বলাৎকারের মামলায় মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

মন্তব্য

0 Comments So

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

SFIL

Web Push by feedify

সম্পাদক: তোয়াব খান

উপদেষ্টা সম্পাদক: মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: চৌধুরী নাফিজ সরাফাত

প্রকাশক: শাহনুল হাসান খান

p

©নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকম

র‍্যাংগস আরএল স্কয়ার, প্লট-খ ২০১/১, ২০৩, ২০৫/৩ বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১২১২

+৮৮ ০৯৬০২১১১৮৭৪, +৮৮০২ ৫৫০৫৫২৮৮ +৮৮০২ ৫৫০৫৫২৮৯ news@newsbangla24.com

DMCA PROTECTED GET IT ON Google Play Download on the App Store

SFIL